কিতাবঃ বিশ্বনবী (ﷺ) এর ইলমে গায়েব
মূলঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (رحمة الله)
প্রুফ রিডিংঃ ফাতেমাতুজ জুহরা শাকিলা, মাসুম বিল্লাহ সানি
অনুবাদ ও সম্পাদনায়ঃ মাওলানা আবুল খায়ের ইবনে হক
প্রকাশনায়ঃ আল আমিন প্রকাশন
বিয়ানীবাজার, সিলেট।

সূচীপত্রঃ

■ আব্দুল কায়সের দূতের আগমন
■ আশআরী গোত্রের আগমন।
■ হারেছ ইবনে আবদে কেলালের আগমন।
■ রাফে ইবনে ওমায়য়ের ইসলাম গ্রহণ।
■ নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান।
■ মানুষের মনের চিন্তাভাবনা বলে দেয়া।
■ মুনাফিকদের খবর দেয়া।
■ আবু দারদার ইসলাম গ্রহণের খবর।
■ সেই ব্যক্তির খবর, যে পথিমধ্যে বালিকার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল।
■ এক চোরের খবর
■ সেই মহিলার খবর, যে রোযা রাখত এবং গীবত করত।
■ রাসুলুল্লাহর (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী
■ হীরা বিজিত হওয়ার খবর
■ পারস্য রাজ ও রোম সম্রাটের বিলুপ্তির খবর।
■ হযরত ওমর (رضي الله عنه) এর শাহাদতের খবর।
■ হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর শাহাদতের খবর।
■ হযরত আলী (رضي الله عنه) এর শাহাদতের খবর।
■ আরব উপদ্বীপে কখনও মূর্তিপূজা না হওয়ার খবর।
■ওয়ায়েজ কারনী (رضي الله عنه) এর খবর।
■ রাফে ইবনে খাদীজের শাহাদতের খবর।
■ হযরত আবু যর (رضي الله عنه) সম্পর্কিত খবর।
■ উম্মে ওয়ারাকাকে শাহাদতের খবর প্রদান।
■ আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হত্যার খবর।
■ যায়দ ইবনে আরকামের অন্ধ হওয়ার খবর।
■ হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) এর অবস্থা।
■ উম্মতের ৭৩ ফির্কা হওয়ার খবর খারেজী।
■ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের খবর।

.

بسم الله الرحمن الرحيم

ভুমিকা

নাহমাদুহু অনুসাল্লিয়ালা রাসূলিহিল করিম। বিশ্ব বিখ্যাত বরণ্য আলেমেদ্বীন ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুতী (رحمة الله) তাঁর কিংবদন্তী সিরাত গ্রন্থ "খাসায়েসুল কুবরা"। এ সিরাত গ্রন্থ থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর ভবিষ্যত সম্পর্কিত অদৃশ্য বক্তব্য গুলোকে একত্রিত করে এ ছোট রেসালার প্রয়াস। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সু-মহান ইলম মহান আল্লাহ পাকের প্রদত্ত দান যা পঠনে শ্রবণে ঈমানদার নরনারীর ঈমান উদ্দিপনার খোরাক। বর্তমান সমাজে কতিপয় আবেগ প্রবল ধর্মীয় ব্যক্তি শব্দকে পরিবর্তণ করে জোর পূর্বক মাফাতিহুল গায়েবকে আল্লাহর রাসূল জানেন বলে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা সুন্নি আলেম সমাজকে আহত করা হয়। আমাদের প্রত্যাশা মাফাতিহুল গায়েব এবং মুত্তালিয়ু আলাল গায়েবকে এক অর্থে প্রকাশ না করে সাঠিক অর্থে উপস্থাপন করা হয় । প্রথম সস্করণে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল তা সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে ইলমে গায়েব সংক্রান্ত মৌলিক কিছু আলোচনার অবতারনা করা হয়েছে। সবসময় চেষ্টা করা হয় ভূল ত্রুটি মুক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করা ,তার পর ও কিছু ভূল থেকে যায় ।যদি কার ছোখে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পায় তাহলে আমাদেরকে জানিয়ে দিলে তা সংশোধন করার চেষ্টা করব।

মোঃ আবুল খায়ের ইবনে মাহতাবুল হক

ইটাউরী, বড়লেখা, মৌলভীবাজার।

উলামায়ে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত এর আকিদাঃ

১: মহান আল্লাহ পাক এক মাত্র মাফাতিহুল গায়েব তথা সত্বাগত গায়েব বা অদৃশ্যে জ্ঞানের মালিক।

ইলমে গায়েব ➡ দু প্রকারঃ

(ক) মাফাতিহুল গায়েব বা (জাতী) সত্বাগত।

(খ) মত্বালিয়ু আলাল গায়েব বা খোদা প্রদত্ব ইলমে গায়েব।

২: মাফাতিহুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া অন্য কার জানা আছে এ বিশ্বাস করা শিরিক।

৩: মুত্বালিয়ু আলাল গায়েব আল্লাহর জন্য হওয়া বিশ্বাস করা শিরিক।

ইলমে গায়েব
غيب
শব্দটি মাসদার বহুবচনে غياب/غيوب উভয় শব্দ ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ পঞ্চ ইন্দ্রিয় বহির্ভূত গোপন বিষয়। (কুরতুবি ১/১৪৩)

■ ইমাম নসফী তার আকাইদে নসফী কিতাবে গায়েবের সজ্ঞায় লিখেন—

وبالجماة العلم الغيب امر تفرد باللّٰه تعلى لا سبيل اليه للعباد الا باعلم منه او الهم يطريق المعجوة والكرامة او ارشاد الى الا ستدلال بالاشارة فيما يمكن فيه ذالك

ইলমে গায়েব হল এমন একটি ইলম, যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। বান্দা কোন উপায়ে তা অর্জন করতে পারে না। তবে তিনি বান্দাহকে গায়েবের সংবাদ প্রদান করলে নবীগনের জন্য মুযেজা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের জন্য কারামাত হিসাবে

অথবা যে সকল বিষয় অবগত হওয়া যায় সে গুলোকে বিভিন্ন উপর্সগের মাধ্যমে জানিয়ে দিলে বান্দাহর পক্ষে তা অবগত হওয়া সম্ভব (শরহে আকাঈদে নসফী ১২২)

■ ইমাম বায়দ্বাবী (رحمة الله) গায়েবের সজ্ঞায় বলেন।

والمراد به الخفي لايدركه الحس ولا تقتضة بديهة العقل وهو قسمان قسم لا دليل عليه وهو المعنا بقوله تعلى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو وقسم نصب عليه دليل كالصانع وصفاته واليوم الأخر و أحواله وهو المراد به في هذه الآية -

অর্থ-গায়েব দ্বারা মুরাদ হচ্ছে এই সকল অদৃশ্য বস্তু যাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও ত্বক ইত্যাদি অনুভব শক্তি দ্বারা অর্জন করা যায় না। তা দু প্রকার
১/ এক প্রকার গায়েব হল ।যার কোন দলিল প্রমান নাই। সেই অর্থে আল্লাহ তা'লার বাণী- وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ لاَيَعلَمُهَا اِلاَّ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহর নিকটই রয়েছে গায়েবের চাবি সমুহ।তিনি ব্যতীত উহা কেহ জানেনা
২। অন্য প্রকারের গায়েব হল যার অবগতির জন্য দলীল প্রমাণ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ পাকের সত্বা ও তার গুনাবলী, পরকাল ও তার অবস্থাদি। يُومِنُونَ بِالغَيبِ (তারা গায়েবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে) দ্বারা ঐপ্রকারের গায়েবকে বুঝানো হয়েছে ।(বায়দ্বাবী ১৮)।

■ ইমাম রাগেব ইসপাহানি বলেন,
গায়েব এমন এক বিষয় যা পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করা যায়না। আর তা কেবল মাত্র নবীদের বলে দেয়ার মাধ্যমে জানা যায় ।(মুফরাদাত৩৭৩)।

ইলমে গায়েব আল্লাহর জন্য নির্ধারিত । তিনি সত্বাগত ভাবেই জ্ঞানী। তার দেয়া ব্যতীত কেউ স্বাধীন ভাবে ইলমে গায়েব জানেন না । তবে তিনি তার মনোনিত রাসুলগনকে ইলমে গায়েব দান করেছেন । খাস করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে ইলমে গায়েব সম্পর্কে আল্লাহতালা অবগত করেছেন।
উলামায়ে কেরাম এ প্রকারের গায়েবকে مُغِيبَاتٍ عاطية প্রদত্ব গায়েব হিসাবে অভিহিত করেছেন। (দিয়াউছ ছুদুর ২১)

▪ মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطلِعَكُم عَلٰي الغَيبِ وَلَكِنَّ اللّٰهُ يَجتَبِي مِن رَّسُولِهِ مَن يَّشَاءُ
আল্লাহ এমন নন যে ,তোমাদেরকে গায়েব অবহিত করবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রাসুল গনের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা গায়েবের জন্য মনোনিত করেছেন। (ইমরান ১৭৯)

▪ এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,
اَي اِنَّهُ تَعَالىٰ لاَ اِطِلاَعَ جَمِيعَكُم عَلىٰ ذَالِكَ بَل يَختَصُّ بِهِ مَن اَرَادَ
আল্লাহ তোমাদের সকলকে গায়েব জানিয়ে দেননি বরং তিনি যাকে ইচ্ছা গায়েবের জন্য মনোনিত করেছেন । (রুহুল মায়ানী)।

অন্যত্র বলেন-
فَاِنَّ الاِطِّلاَعَ عَلىٰ المُغنِيَاتِ مُختَصُّ بَعضَ الرُّسُلِ
▪ গায়েব জানা কতিপয় রাসুলের জন্য খাস। (রুহুল মায়ানী)
الا الرسل فان فان يطلعهم على على الغيب
▪ আল্লাহ রাসুলগন ব্যতীত অন্য কাউকে ইলমে গায়েব অবগত করেননি। (তাফসীরে সাবী ১/১৮১)।
فَيَطُلِعَهُ عَلىٰ بَعضِ عَلم المُغِيبَاتِ
▪ আল্লাহ তার রাসুলগনকে ইলমে গায়েব অবহিত করেছেন। (মুয়ালিমুত তানযিল ১/৫৯২)
وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم وَكَانَ فَضلُ اللّٰهِ عَلَيكَ عَظِيماً

▪ হে মুহাম্মদ (ﷺ) ! আল্লাহ আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেননা । আপনার প্রতি আল্লাহর করুনা অসীম (সুরা নিছা -১১৪)
উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে বলা হয়-
اَو مِنَ الخَبرِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ
▪ আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন যা আপনি জানতেন না এর দ্বারা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ইলম উদ্দেশ্য। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ৫/১৪৪)।
وَعَلَّمَكَ مَا لَم تَكُن تَعلَم مِن عِلمِ الغَيبِ
▪ হে মুহাম্মদ (ﷺ) ! ইলমে গায়েব এর যে বিষয় আপনি জানতেননা আল্লাহ তালা তা আপনাকে অবগত করেছেন (মুয়ালিমুত তানযীল২/১৫৫)

আব্দুল কায়সের দূতের আগমন

হাদিস ১:

اَخرَجَ اَبُو يَعلىٰ البَيهَقِيُّ عَن مُزِيدَةَ العَصرِيُّ قَالَ بَينَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يحدَثُ اَصحَابَهُ اِذ قَالَ لَهُم سَيُطلِعُ عَلَيكُم مِن هَا هُنَا رَكبٍ هُم خَيرُ اَهلِ المُشرِقِ، فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَجَّهَ نَحوَهُم فَلَقِيَ ثَلَاثَةَ عَشرَ اكِبًا فَقَالَ مِنَ القَومَ؟ قَالُوا مِن بَنِي عَبدِ القَيسِ،
আবু ইয়ালা ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে কথাবার্তার মধ্যে এরশাদ করেন : এদিক থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসবে, যারা পূর্বদিকের লোকজনদের মধ্যে সর্বোত্তম। হযরত ওমর (رضي الله عنه) মজলিস থেকে উঠে সে দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি তের জন উষ্ট্রারোহীর দেখা পেলেন। তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বললঃ আমরা বনী-আব্দুল কায়সের লোক।
[মুসনাদে আবু ইয়ালা ও বায়হাকী]

হাদিস ২:

وَاَخرَجَ ابنُ سَعدٍ، عَن عُروَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ اِلىٰ اِلأُفُقِ صَبِيحَةَ لَيلَةٍ قَدِمَ وَفدَ عَبدِ القَيسِ فَقَالَ: لَيَاتِيَنَ رَكبُ مِنَ المَشرِقِ لَم يَكرَهُوا عَلَى الاِسلَامِ قَد انضَوُا الرِّكَابَ وَاَفنَوُا الزَّادَ بِصَاحِبِهِم عَلَامَةُ اللَّهُمَّ اغفِر لِعَبدِ القَيسِ اَتَونِي لاَ يَسأَلُونِي مَالاً هُم خَيرُ اَهلِ المَشرِقِ فَجَاؤُوا عِشرِينَ رَجُلاً وَرَأسُهُ عَبدِ اللّٰهِ بن عَوفِ الأَشَجِّ وَرَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي المَسجِدِ ، فَسَلَّمُوا عَلَيهِ فَسَلَّمَ عَلَيهِم وَسَاَلَهُم رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: اَيُّكُم عَبدُ اللّٰهِ بن عَوفِ الأَشَجِّ؟ فَقَالَ: اَنَا يَا رَسُولُ اللّٰهِ، وَكَانَ رَجُلاً دَمِيماً، فَنَظَرَ اِلَيهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّهُ اُلا يَستَقِي فِي مسوك الرِّجَالِ اِنَّمَا يَحتَاجُ مِنَ الرَّجُلِ اِلىٰ اَصتَغَيَهِ لِسَانُهُ وَقَلبُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيكَ خَصلَتَانِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ، قَالَ عَبدُ اللّٰهِ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: اَلحِلمُ وَالأَنَاةُ. قَالَ اَشَيءُ حَدَثَ اَم جِبِلَّت عَلَيهِ؟ قَالَ: بَل جِبِلَّت عَلَيهِ
হযরত ইবনে সা'দ ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন প্রভাত দিগন্তের পানে দৃষ্টিপাত করে বললেন ও উষ্ট্রারোহীদের একটি দল পূর্ব দিক থেকে আগমন করছে। তারা ইসলামের প্রতি অনীহা প্রকাশ করবে না। এ দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করতে যেয়ে তারা তাদের উটগুলোকে শীর্ণ করে ফেলেছে। অনেকের খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হয়েছে। তাদের সরদারের একটি আলামত আছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জন্যে এ দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ! আব্দুল কায়সকে ক্ষমা কর। তারা আমার কাছে দুনিয়া অন্বেষণ করতে আসেনি। তারা পূর্ব দিককার সর্বোত্তম মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিশ ব্যক্তি আগমন করলেন। তাদের সরদার ছিলেন আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউফ আল আশাজ্ঞ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা এসে তাঁকে সালাম করলে তিনি জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ও তোমাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আউফ আল আশাজ্ঞ কে? তিনি আরয করলেনঃ ইয়া রাসুল্লাল্লাহ! আমি।
এই আব্দুল্লাহ শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ও দেখতে তেমন একটা আকর্ষণীয় ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলে তিনি বললেনঃ পুরুষদের চামড়া দিয়ে না মশক তৈরি হয়, অন্য কোন কাজে আসে। তাদের কাছে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু-একটি জিহ্বা, অপরটি অন্তর । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমার দু'টি স্বভাব আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন আব্দুল্লাহ বললেন স্বভাব দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ একটি সহনশীলতা, অপরটি গাম্ভীর্য। আব্দুল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ স্বভাবগুলোর পরে সৃষ্টি হয়েছে, না মজ্জাগত? উত্তর হল? না এগুলো তোমার মজ্জাগত স্বভাব।

হাদিস ৩:

وَاخرَجَ الحَاكِم، عَن اَنَس اِنَّ وَفدَ عَبدِ القَيس مِن أَهلِ هِجرِ قَدِمُوا عَلىٰ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ، فَبَينَمَا هُم قُعُودً عِندَهُ إذ أَقبَلَ عَلَيهِم فَقَالَ: لَكُم ثَمَرَةُ تَدعُونَهَا كَذَا حَتَّى عَدَّ أَلوَانَ تَمَرِهِم اَجمَعُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ القَومِ: بِأَبِي أَنتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ للّٰهِ ﷺ لَو كُنتَ وَالَدتَ فِي جَوفِ هِجرٍ مَا كُنتَ يَاَعلَمَ مِنكَ السَّاعَةِ أَشهَدُ اَنَّكَ رَسُولُ اللّٰهِ، فَقَالَ اِنَّ اَرضَكُم رُفِعَت لِي مُنذُ فَعَدتُم إلَيَّ فَنَظَرتُ مِن أَدنَاهَا إلىٰ أَقصَاهَا فَخَيرُ تَمَرَيكُم البَرنِى يَذهَبُ الدَّاءَ وَلاَ دَاءَ فِيهِ

ইমাম হাকেম (রহঃ) হযরত আনাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন যে, হিজরের অধিবাসী বনী আব্দুল কায়েস রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কাছে আগমন করে। কথাবার্তার মধ্যে হুযুর রাসুল্লাল্লাহ (ﷺ) বললেন তোমাদের দেশে অমুক ধরণের খেজুর আছে, যার নাম তোমাদের কাছে এই আর অমুক প্রকার খেজুরের প্রচলিত নামসহ উল্লেখ করলেন। প্রতিনিধি দলের এক ব্যক্তি বলল । আমার পিতামাতা আপনার সম্পর্কে আপনার প্রতি উৎসর্গ, যদি আপনি হিজরে ভুমিষ্ট হতেন, তা হলেও সেখানকার খেজুর সম্পর্কে আপনার জ্ঞান তার চেয়ে বেশী হত , যা এখন আছে। আমি সাক্ষ্যে দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এখানে তোমাদের উপস্থিতির সময় তোমাদের ভূখন্ড আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আমি সবকিছু দেখে নিয়েছি। তোমাদের এক প্রকার খেজুর আছে বরনী, যা অসুখ-বিসুখে ফলপ্রদ।
[ইমাম হাকেমঃ আল মুস্তাদরাক আল হাকেম]

আশআরী গোত্রের আগমন

হাদিস ৪:

اخرج ابن سعد والبيهقي، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى.

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী বর্ণনা করেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করলেনঃ তোমাদের কাছে একটি দল আগমন করবে, যারা প্রাণ এরপর আশআরী গোত্রে আগমন করল। তাদের মধ্যে আবু মূসা আশআরীও ছিলেন। [বায়হাকী]

হাদিস ৫:

وقال عبد الرزاق أنا معمر قال: بلغني أن النبي صل الله عليه وسلم كان جالسا في اصحابه يوما فقال اللهم انج اصحاب السفينة ثم مكث ساعة، فقال قد استمرت، فلما دنوا من المدينة قال قد جاؤا يقودهم رجل صالح قال : والذين كانوا في السفينة الأشعريون الذي قادهم عمرو بن الحمق الخزاعي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين جئتم. قالوا من زبيد. قال: بارك الله في زبيد. قالوا : وفي رمع قال : بارك الله في زبيد قالوا: وفي رمع؟ قال في الثالثة وفي رمع، أخرجه البيهقي.
হযরত মুয়াম্মার (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন । একদিন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ নৌকারোহীদেরকে প্রাণে রক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেনঃ নৌকা পার হয়ে গেছে। এরপর বললেনঃ তারা আসছে। তাদেরকে একজন সাধু ব্যক্তি নিয়ে আসছে। এই নৌকাররাহীরা ছিল আশআরী গোত্রে এবং তাদেরকে যে নিয়ে আসছেন, তিনি হলেন আমর ইবনে হুমুক খোযায়ী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কোথা থেকে এলে? আমর বললেন আমরা জুবায়ের থেকে এসেছি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের জন্য বরকতের দোয়া করলেন।

হারেছ ইবনে আবদে কেলালের আগমন

হাদিস ৬:

قال الهمداني في (الأنساب) : وفد الحارث بن عبد كلال الحميري أحد أقيال اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن يدخل عليه : يدخل عليكم من هذا الفج رجل كريم الجدين، صبيح الخدين، فدخل الحارث فاسلم فاعتنعه وافرشه رداءه.

হারেছ ইবনে আবদে কেলাল হেমইয়ারী এয়মনের একজন বাদশাহ ছিলেন। সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কাছে আসার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেনঃ তোমাদের কাছে একজন সম্ভ্রান্ত ও গৌরবদীপ্ত ব্যক্তি আসছে। এর পর হারেছ আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার সাথে কোলাকুলি করলেন এবং স্বীয় চাদর তাঁর জন্যে বিছিয়ে দিলেন।

রাফে ইবনে ওমায়েরের ইসলাম গ্রহণ

হাদিস ৭:

أخرج الخراطي في (الهواتف)، عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تميم يقال له رافع بن عمير ذكر عن بدء إسلامه قال : إني لأسير برمل عالج ذات ليلة إذ غلبني النوم، فنزلت وقلت أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن، فذكر قصة إلى أن قال : واذا بشيخ من الجن تبدى لى فقال: يا هذا إذا نزلت واديا من الأودية فخفت هوله فقل: أعوذ بالله رب محمد من هول هذا الوادي، ولا تعذ بأحد من الجن، فقد بطل امرها، فقلت له: من محمد هذا؟ قال: هذا نبي عربى لاشرقي ولاغربي بعث يوم الاثنين. قلت: فأين مسكنه؟ قال : يثرب ذات النخل، فركبت راحلتي وجديت السير حتى قدمت المدينة، فراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثني محديثي قبل أن أذكر له منه شئا ودعاني إلى الاسلام فأسلمت.

খারায়েতি (রহঃ) বর্ণনায় সায়ীদ ইবনে জুবায়ের (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, বনী তামীমের এক ব্যাক্তি রাফে ইবনে ওমায়র (رضي الله عنه) বলেছেনঃ আমি এক রাতে বালুকাময় ভূমিতে সফর করছিলাম। নিদ্রা এলে পর আমি আঁতকে উঠে বললামঃ আমি এই উপত্যকা-প্রধানের কাছে জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। হঠাৎ এক বৃদ্ধ জিন আমার সামনে এসে বলঃ তুমি যখন ভয়ংকর মরুভূমিতে যাও, তখন একথা বলবে আমি মুহাম্মদ (ﷺ) এর রব আল্লাহর কাছে এই উপত্যকার জিন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। কেননা, জিনদের শাসন বাতিল হয়ে গেছে। আমি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম? এই মুহাম্মদ কে? সে বললঃ ইনি নবী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম? কোথায় থাকেন? সে বললঃ ইয়াসরিবে। একথা শুনে আমি উটে সওয়ার হয়ে মদীনার পৌছে গেলাম । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে দেখে আমার ঘটনা নিজেই বর্ণনা করলেন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম ।

নাজ্জাশীর ইন্তেকালের সংবাদ প্রদান

হাদিস ৮:

اخرج الشيخان، عن ابي هريرة أن رسول اللّٰه ﷺ نعي للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.

واخرج الشخان، عن جابر قال : قال رسول اللّٰه ﷺ، مات اليم رجل صالح فصلوا علي أصحمة.

وأخرج البيهقي، عن أم كلثوم قالت : لما تزوج النبي ﷺ أم سلمة قال، إني قد أهديت إلى النجاشي أوقي من مسك رحلة وإني لا أراه إلا قد مات ولا أري الهدية إلا سترد علي، فكان كما قال رسول الله ﷺ مات النجاشي وردت الهدية. قال البيهقي: قوله ولا أراه إلا قد مات يريد والله أعلم قبل بلوغ الهدية إليه، وهذا القول صدر منه قبل موته، ثم لما مات نعاه في اليم الذي مات فيه وصلى عليه انتهي.

হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, যে দিন আবিসিনিয়ার মুসলিম সম্রাট ইন্তেকাল করেন, সে দিনই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ সাহাবায়ে কেরামকে শুনিয়ে দেন। তিনি তাদেরকে নামায পড়ার জায়গায় নিয়ে যান এবং সারিবদ্ধ করেন। অতঃপর চার তাকবীর বলে গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন। হযরত জাবেরের বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ অদ্য কৃতীপুরুষ 'আসহামা' মৃত্যুবরণ করেছেন। তোমরা তাঁর জানাযার নামায পড়। বায়হাকী উম্মে কুলছুম থেকে রেওয়ায়েত করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) উম্মে সালমাহকে বিয়ে করে বললেন আমি মেশক ও বস্ত্র জোড়া নাজ্জাশীর কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেছি। কিন্তু আমার মনে হয় সে মারা গেছে এবং উপহার ফেরত আসবে। সুতরাং তিনি যা বললেন, তাই হল। নাজ্জাশী মৃত্যু হল এবং উপহার ফেরত এল। বায়হাকী বলেনঃ এই বর্ণনা উল্লিখিত রাসূলুল্লাহ , (ﷺ) উক্তি নাজ্জাশীর ওফাতের পূর্বেকার। কিন্তু যে দিন নাজ্জাশী মারা যান, সে দিনই তিনি তার ইন্তেকালের সংবাদ দিয়ে দেন এবং তার গায়েবানা নামাযে জানাযা আদায় করেন। [বুখারী ও মুসলিম]
[**আমাদের হানাফী মাযহাবে গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয নেই।]

মানুষের মনের চিন্তা ভাবনা বলে দেয়া

হাদিস ৯:

اخرج الحاكم وصححه الطبراني، عن سلمة بن الأكوع أنه كان مع رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل، فقال: من انت؟ قال : أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال : رسول الله قال: متي تقوم الساعه؟ فقال: غيب ولا يعلم الغيب إلا اللّٰه. قال. أرني سيفك فأعطاه النبي ﷺ سيفه فهزه الرجل ثم رده عليه، فقال رسول الله ﷺ أما أنك لم تكن تستطيع الذي اردت قال وقد كان. زاد الطبراني، ثم قال رسول الله ﷺ إن هذا أقبل فقال أتيه فاسأله ثم اخذ السيف فأقتله ثم أغمد السيف

হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল? আপনি কে? তিনি বললেনঃ আমি নবী। সে প্রশ্ন করলঃ কিয়ামত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এটা অদৃশ্যের বিষয়, যা কেবল আল্লাহ তা'য়ালাই জানেন। লোকটি বললঃ আমাকে আপনার তলোয়ারটি দেখান। তিনি তলোয়ার তাকে দিলেন। সে তলোয়ারটি নাড়াচাড়া করে ফিরিয়ে দিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি যে ইচ্ছা করেছিলে, তার ক্ষমতা তোমার নেই । সে বললঃ আমার তাই ইচ্ছা ছিল। তিবরানীর বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ লোকটি মনে করেছিল যে, সে আমার তলোয়ার নিয়ে আমাকে হত্যা করবে। কিন্তু তা সে পারল না।

হাদিস ১০:

اخرج أحمد والبزار وأبو يعلى والبهقي وأبو نعيم، عن وابصة الأسدي قال: جئت لا سأل النبي ﷺ عن البر والإثم، فقال: من قبل أن أسأله عنه يا وابصة: أخبرك بما جئت تسألني عنه؟ قلت: اخبرنى يا رسول اللّٰه قال: جئت تسألني عن البر والإثم قلت : أي والذي بعثك. بالحق، فقال : "البر ما انشرح له صدرك والإثم ما حاك في نفسك وإن أفتاك عنه الناس"

হযরত ওয়াবেসা আসাদী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর খেদমতে 'বির' (সৎ কর্ম) ও ইছম' (পাপ কর্ম) সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্যে হাযির হলাম। তিনি বললেন : হে ওয়াবেসা, তুমি যে বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্যে এসেছে, আমি তোমাকে তা বলে দিচ্ছি। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! বলুন। তিনি বললেন : তুমি সৎকর্ম ও পাপকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছে। আমি বললামঃ আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন- আমি এজন্যই এসেছি। অতঃপর তিনি বললেনঃ 'বিরর' সেই কাজ, যে কাজে তোমার বক্ষ উন্মুক্ত থাকে, কোনরূপ সন্দেহের কাঁটা অনুভূত হয় না। আর ইছম' সেই কাজ, যে কাজে তোমার মনে খটকা থাকে যদিও মানুষ তোমাকে (জায়েয বলে) ফতোয়া দিয়ে দেয়।

হাদিস ১১:

واخرج البيهقي وأبو نعيم، عن ابن عمر قال : كنت عند النبي ﷺ، فجاءه رجلان أنصاري وثقفي يسألان، فقال للثقفي: سل عن حاجتك، وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسأل عنه. قال : أنبئني فذاك أعجب إلي يا رسول اللّه. قال: فانك جئت تسال عن صالتك باليل وعن ركوعك وعن سجودك و عن صيامك وعن غسلك من الجنابة، فقال: والذي بعثك بالحق إن ذلك الذي جئت اسألك عنه، ثم قال الأصاري: سل وإن شئت أنبأتك بالذي جئت تسأل عنه. قال: أنبئني فذاك اعجب الي يا رسول اللّه قال فا انك جئت تساءل عن خروجك من بيتك تؤم البيت العتيق، وتقول: ماذا لي فيه، وعن وقوفك بعرفات، وعن حلقك رأسك، وعن طوافك بالبيت، وعن ورميك الجمار. قال: أي والذي بعثك بالحق إن هذا الذي جئت اسأل عنه، وورد مثله من حديث أنس، وقد تقدم في باب حجة الوداع ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه أبو نعيم

হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে ছিলাম। তাঁর খেদমতে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হল। তাদের একজন ছিল আনসারী, অপরজন ছকফী। তারা কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছকফীকে বললেনঃ তুমি নামায, রুকু, সেজদা, রোজা এবং জানাবতের গোসল সম্পর্কে জানতে এসেছ। সে বললঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এসব বিষয়েই জ্ঞানার্জন করতে এসেছি। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আনসারীকে বললেন? তুমি প্রশ্ন কর। তুমি চাইলে আমি তোমার প্রশ্নও বলে দিতে পারি । আনসারী বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ বলুন। তিনি বললেনঃ তুমি এসেছ একথা জানতে যে, গৃহ থেকে বায়তুল্লাহ নিয়তে বের হলে তার কি ছওয়াব? তুমি আরও জানতে চাও যে, আমি আরাফাতে অবস্থান করব, মাথা মুন্ডন করব, তওয়াফ । করব এবং কংকর নিক্ষেপ করব কি না? আনসারী বললঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন-আমি একথাই জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম ।।

হাদিস ১২:

واخرج البيهقي، عن عقبة بن عامر الجهني قال : جاء رجل من أهل الكتاب معهم مصاحف، فاستأذنوا علي النبي ﷺ، فدخلت فأخبرته، فقال : ما لي ولهم يسألوني عما لا أدري انما أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي، ثم توضأ وخرج ألي المسجد فصلي ركعتين، ثم انصرف، فقال لي و أنا أري السرور في وجهه أدخل القوم علي فدخلوا، فقال: إن شئتم اخبرتكم عما جئتم تسألوني عنه من قبل أن تكلموا. قالوا: بلي فأخبرنا. قال : جئتم تسألوني عنه ذي القرنين أن أول أمره أنه كان غلاما من الروم أعطي ملكا، فسار حتي أتي ساحل أرض مصر، فا بتني مدينة يقال لها اسكندرية، فلما فرغ من بنائها بعث الله له ملكا فعرج به فاستعلي بين السماء والأرض، ثم قال له: انظر ما تحتك. قال: أرى مدينتين فاستعلي به ثانية، فقال له: انظر ما تحتك، فقال : لست أري شيئا، فقال له : المدينتين هو البحر المستدير، وقد جعل الله مسلكا تسلك به تعلم الجاهل، وتثبت العالم قال : ثم جوزه فابتني السد بين جبلين زلقين لا يستقر عليها شيء، فلما فرغ منها سار في الأرض فأتي على قوم وجوهم كوجوه الكلاب، فلما قطعهم أتي على قوم فسار، فلما قطعهم أتي على قوم من الحيات تلتقم الحية منهم الصخرة العظيمة، ثم اتى على الغرانيق، فقالوا هكذا نجد في كتابنا

হযরত ওকফা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, কয়েকজন ইহুদী আগমন করল। তাদের সাথে ধর্মগ্রন্থ ছিল। তারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। আমি তাঁর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জ্ঞাত করলাম। তিনি বললেন তাদের সাথে আমার সাক্ষাতে লাভ কি? তারা আমাকে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করতে চায়, যা আমি জানি না। আমি একজন বান্দা। আমি কেবল তাই জানি, যা আমার রব আমাকে বলে দেন। এরপর তিনি ওযু করে মসজিদে এলেন। তখন তাঁর মুখমন্ডল আনন্দের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার কাছে পাঠাও। তারা এলে তিনি বললেনঃ তোমরা ইচ্ছা করলে যে কথা জিজ্ঞেস করতে তোমরা এসেছ, তা আমি বলে দেই। তারা বললঃ হ্যাঁ, আমাদের ইচ্ছা তাই । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমরা আমার কাছে যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে এসেছ। অতপর দুরাকাত নামাজপড়ে প্রফুল্ল মনে মসজিদের বাহিরে এলেন যুলকার নাইন একজন রোমক ছিল। সে সম্রাট হয়ে গেল। সে দ্বিগ্বি জয়ে বের হয়ে অবশেষে মিশর উপকূলে উপস্থিত হল। সে একটি শহর নির্মাণ করল, যার নাম আলেক জান্ডিয়া। শহরের নির্মান সমাপ্ত হলে আল্লাহ তালা তার কাছে একজন ফেরেস্তা পাঠালেন। ফেরেস্তা একে নিয়ে আকাশে আরোহন করলো। আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থল পর্যন্ত উচু হতে ফেরেস্তা বলল নিচে দেখ কি আছে? যুলকার নাইন বলেনঃ দুটি শহর দেখা যাচ্ছে। ফেরস্তা তাকে আরো উপরে নিয়ে গেল এবং বললেনঃ নিচে কি আছে? সে বলল কিছুই দেখা যায় নাই। ফেরস্তা বললেনঃ যে দুটি শহর দৃষ্টি গোচর হল । সেটা শহর নয় মহা সাগর।আল্লাহ তালা তোমার পথ নির্দিষ্ঠ করে দিয়েছে। তুমি সে পথে চলবে। মুর্খকে জ্ঞান শিখাবে এবং

জ্ঞানীকে জ্ঞানের উপর দৃঢ় রাখবে। এরপর ফেরেস্তা যুলকার নাইনকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিলেন। সে দুপাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীর নির্মাণ করেছিল। এরপর ভূমন্ডলে পরিভ্রমণ করেছিল। সে এক সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। যাদের চেহারা ছিল কুকুরের মত । এরপর আর এক সম্প্রদায়ের নিকট গমন করেছিল। ইয়াহুদিরা এ বিবরণ শুনে বলল আমাদের কিতাবাদিতে এরূপ বলাই আছে।

হাদিস ১৩:

وأخرج البيهقي، عن جابر بن عبد اللّٰه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال يا رسول اللّٰه إن أبي يريد أن يأخذ مالي، فدعا أباه فهبط جبريل، فقال : إن الشيخ قد قال في نفسه شيئا لم تسمعه أذناه، فقال رسول اللّٰه ﷺ قلت في نفسك شيئا لم تسمعه أذناك قال: الا يزال يزيدنا الله تعلي بك بصيرة ويقبنا نعم. قال هات فانشأ يقول

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ, (ﷺ) এর কাছে এসে বললঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার পিতা আমার ধন সম্পদ নিয়ে যেতে চায়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার পিতাকে ডাকলেন। ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেনঃ এই বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি মনে মনে কি বলেছ? সে বললঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কারণে আমাদের অন্তজ্ঞান ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করে দেন। আমি অবশ্যই কিছু বলেছি। অতঃপর

সে এই কবিতা আবৃত্তি করলঃ

غذوتك مولودا ومنتك يا فعا * تعل بما أجني عليك وتنهل
إذا ليلة ضا قتك بالسقم لم أبت * لسقمك ألا ساهرأ اتلمل
تخاف الردى نفسي عليك وانها * لتعلم أن الموت حتم موكل
كأني أنا المطروق دونك بالذي * طوقت به دوني فعيناي تم
فلما بلغت السن والغاية الت * إليك مدى ما كنت فيكأو مكأنك أنت
المنعم المتفضل * جعلت جزائي غلظة وفظاظة
فليتك إذ لم ترع حق أبوتي * كما يفعل الجر المجاور تفعل
فبكى رسول اللّٰه ﷺ، وأخذ بتلبيب ابنه وقال: أنت ومالك لأبيك.
শৈশবে তোর লালন-পালন করেছি।
যৌবনে, তোর সাথে আশা আকাঙ্খা জড়িত করেছি।
তোকে সর্বপ্রকার সিক্ত ও দ্রিাতৃপ্ত করেছি।
যখন তুই রুগ্ন হতিস, তখন তোর রোগের কারণে রাত্রি কঠিন হয়ে যেত।
আমি অশান্ত ও অস্থির হয়ে
রাত্রি অতিবাহিত করতাম।
তোর বিনাশের কথা ভেবে আমার মন ভীত থাকত। অথচ
আমি জানি মৃত্যু একদিন না একদিন আসবেই
তোর অসুখ-বিসুখ আসলে আমার উপর চড়াও হত।
আমার চক্ষু থেকে দরদর অশ্রু প্রবাহিত হত ।
যখন তুই যৌবনে উত্তীর্ণ হলি, তখন রূঢ় ভাষা ও
অসৎ আচরণ দ্বারা আমাকে প্রতিদান দিলি যেন এ যাবত তুই-ই আমাকে
স্নেহ-মমতা ও অর্থসম্পদ দিয়ে বড় করেছিস।
তুই পিতৃত্বের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখিস না। হায়!

মুনাফিকদের খবর দেয়া

হাদিস ১৪:

أخرج البيهقي، عن ابن مسعود قال: خطبنا رسول اللّه ﷺ فقال في خطبته "أيها الناس إن منكم منافقين فمن سميت فليقم قم يا فلان قم يا فلان حتى عدستا وثلاثين

হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খোতবায় বললেনঃ হে মুসলমানগণ, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মুনাফিক। আমি যে মুনাফিকদের নাম বলি, সে যেন দাঁড়িয়ে যায়। অতঃপর তিনি এক একজন মুনাফিকের নাম বলতে বলতে ছাব্বিশ জনের নাম বললেন।

হাদিস ১৫:

وأخرج ابن سعد، عن ثابت البناني قال: اجتمع المنافقون فتكلموا بينهم، فقال رسول اللّه ﷺ "إن رجالا منكم اجتمعوا فقالوا كذا وقالوا كذا فقوموا فاستغفروا الله واستغفر لكم فلم يقوموا فقال ذلك ثلاث مرات، فقال لتقومن أو لأ سمينكم با سمائكم، فقال : قم يا فلان فقاموا خزايا متقنعين"

ছাবেতুল বনানী বর্ণনা করেন, মুনাফিকরা এক জায়গায় সমবেত হয়ে পরস্পরে আলাপ-আলোচনা করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের অনেক ব্যক্তি সমবেত হয়ে এমন এমন কথাবার্তা বলেছে। তোমরা উঠ এবং আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেগফার কর । আমিও তোমাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করব । কিন্তু মুনাফিকরা উঠল না। তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি একথা তাদেরকে তিনবার বললেন। অতঃপর তিনি তাই করলেনঃ আমি তোমাদের নাম নিয়ে ডাকছি। এখন তোমরা উঠ। মুনাফিকরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় মুখ ঢেকে দাঁড়াল।

আবু দারদার এর ইসলাম গ্রহণের খবর

হাদিস ১৬:

اخرج البهقي وأبو نعيم، عن جبير بن نفير قال: كان أبو الدرداء يعبد صما وان عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة دخلا بيته فكسرا ضنمه، فرجع أبو الدرادا فرأه، فقال: ويحك هلا دفعت عن نفسك، ثم ذهب إلى النبي ﷺ، فنظر إليه ابن رواحة مقبلا، فقال: هذا ابو الدرداء وما أرى جاء إلا في طلبنا فقال النبي ﷺ "لا إنما جاء ليسلم فأن ربي وعدني باني الدرداء أن يسلم

জুবায়ের ইবনে নুফায়ের বর্ণনা করেন, আবু দারদা প্রতিমা পূজা করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা এবং মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ খানকা গৃহে গিয়ে তার প্রতিমাগুলো ভেঙ্গে দিলেন। আবু দারদা (رضي الله عنه) গৃহে ফিরে এসে প্রতিমাগুলোর ভগ্নদশা দেখে বললেনঃ মনে হয় সে আমাদের খোঁজে আসছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন? সে তোমাদের খোঁজে আসছে না; বরং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে আসছে। কেননা, আবূ দারদা (رضي الله عنه) ইসলাম গ্রহণ করবে বলে আমার রব আমার সাথে ওয়াদা করেছেন।

যে পথিমধ্যে বালিকার প্রতি হাত বাড়িয়েছিল সেই ব্যক্তির খবর

হাদিস ১৭:

أخرج ابن سعد والحاكم وصححه والبهقي، عن أبي شهم قال: رأيت جارية في بعض طرق المدينة فأهويت بيدي إلى خاصرتها، فلما كان من الغد أتى الناس النبي ﷺ ليبايعوه، فبسطت يدي فقلت : با يعني فو الله لا أعود أبدا قال: فنعم إذا

আবু হায়ছাম(رضي الله عنه) বর্ণনা করেন। আমি মদীনার পথে এক বালিকাকে দেখে তার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পরদিন কিছু লোক বায়াতের জন্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর কাছে এলে আমিও আপন হাত বায়াতের জন্যে বাড়িয়ে দিলাম। বললামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমাকে বয়াত করুন। তিনি বললেনঃ তুমি তো কাল আপন হাত বালিকার দিকে বাড়িয়েছিলে। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমাকে বয়াত করুন। আল্লাহর কসম, আমি সারাজীবন এরূপ কাজ কখনও করব না। তিনি বললেন : আমি তোমার বয়াত কবুল করছি।

এক চোরের খবর

হাদিস ১৮:

اخرج الحاكم وصححه، عن الحارث بن حاطب أن رجلا سرق على عهد رسول اللّه ﷺ فأتي به، فقال: اقتلوه، فقالوا: أغا سرق. قال : فاقطعوه، ثم سرق أيضا فقطع، ثم سرق على عهد أبي بكر فقطع، ثم سرق فقطع حتى قطعت قوائمه، ثم سرق الخامسة فقال أبوبكر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حيث أمر بقتله اذهبوا به فاقتلوه فقتلوه

হারেছ ইবনে হাতের(رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর আমলে এক ব্যক্তি চুরি করল। তাকে পাকড়াও করে হুযুর (ﷺ) এর কাছে আনা হলে তিনি বললেন : একে হত্যা কর। আরজ করা হল, সে কেবল চুরি করেছে (হত্যাযোগ্য অপরাধ করেনি)। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তার হাত কেটে ফেল। এরপর লোকটি পুনরায় চুরি করলে তার দ্বিতীয় হাতও কাটা হল। এরপর সে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এর খেলাফত কালে চুরি করলে তার একটি পা কর্তন করা হল। অতপর সে চতুর্থ বার চুরি করলে তার অপর পা কর্তিত হওয়ার পর সে পঞ্চমবার চুরি করল। হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) বললেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তার বেহায়াপনা সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তাই প্রথমেই তাকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং এখন তাকে নিয়ে যাও এবং হত্যা কর। সুতরাং তাই করা হল।

সেই মহিলার খবর যে রোযা রাখত এবং গীবত করত

হাদিস ১৯:

أخرج البيهقي، عن أبي البختري قال: كانت امرأة في لسانها ذرابة، فأتت النبي ﷺ، فلما أمست دعاها ألي طعامه، فقالت: أما أني كنت صائمة. قال : ما صمت، فلما كان اليوم الأخر تحفظت بعض التحفظ، فلما امست دعاها إلى طعامه، فقالت أما أني كنت اليوم صائمة. قال : كذبت، فلما كان اليوم الأخر تحفظت، فلم يكن منها شيء، فلما امست دعاها إلى طعامه، فقالت: أما أني كنت صائمة. قال: اليوم صمت. مرسل.

وأخرج الطيالسي والبيهقي في (الشعب)، وابن أبي الدنيا في ذم الغيبه، عن أنس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم، وقال لا يفطرن أحد منكم حتى أذن له، فصام الناس حتى أمسوا فجعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله إني ظللت صائما فأذن لي فافطر فيأذن له حتى إذا جاء رجل، فقال يا رسول الله : امرأتان من أهلك ظلتا صائمتين، وانهما تستحيان أن تأتياك، فاذن لهما أن تقطرا فاعرض عنه، ثم عاوده فاعرض عنه، فقال: أنهما لم تصوما وكيف صام من ظل يأكل لحوم الناس اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلتستقيئا، فرجع اليهما فاخبرهما فاستقامتا فقاعت كل واحدة علقة من دم، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال : والذي نفسي بيده لو بقيت في بطونهما لأكلتهما النار.

আবুল বুখতারী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন,
জনৈকা কঠুভাষিণী মহিলা রাসূলুল্লাহ - (ﷺ) এর কাছে আগমন করে। রাতের বেলায় তিনি তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলেন। সে বললঃ আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তোমার রোযা ছিল না। পরদিন সে তার জিহ্বাহে কিছুটা সংযত করল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বললঃ আমি রোযাদার ছিলাম। তিনি আবার বললেনঃ তোমার রোযা ছিল না। পরের দিন সে তার রসনাকে পূর্ণরূপে সংযত রাখল। সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে খাওয়ার জন্যে ডাকলে সে বললঃ অদ্য আমি রোযাদার ছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হ্যাঁ, আজ তুমি রোযা রেখেছ।

হাদিস ২০:

হযরত আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ
একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ) রোযা রাখার আদেশ দিলেন এবং বললেনঃ আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ইফতার করবে না। সকলেই রোযা রাখল। সন্ধ্যা হলে প্রত্যেক ব্যক্তি আসত এবং বলত, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আমি রোযাদার ছিলাম। আপনি আমাকে ইফতারের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর এক ব্যক্তি এসে বললঃ আমার পরিবারের দু'জন মহিলা রোযা রেখেছিল। তারা আপনার কাছে আসতে লজ্জাবোধ করে। আপনি তাদেরকে ইফতারের অনুমতি দিন।
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি আবার আরয করল। তিনি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তৃতীয় বারের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন,
তারা রোযা রাখেনি। যারা মানুষের গোশত খায়, তাদের আবার রোযা কিসের? তুমি তাদের কাছে যেয়ে বল, তোমরা রোযা রেখে সকলে বমি করে দাও।
মহিলাদ্বয়কে একথা বলা হলে তারা বমি করল। বমির সাথে জমাট রক্ত বের হল। লোকটি এসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে এ সংবাদ দিলে তিনি বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, এই জমাট রক্ত পেটে থেকে গেলে অগ্নি তাদেরকে খেয়ে ফেলত।

হাদিস ২১:

واخرج أحمد وأبو يعلى والبيهقي في (الشعب)، وإبن أبي الدنيا في ذم الغيبة، عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأتين صامتا وأن رجلا قال يا رسول الله : إن ههنا امرأتين صامتا وأنهما كادتا أن تموتا من العطش، قال: ادعهما فجاءتا فجيء بقدح أو عس، فقال لاحداهما قيئي فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما، حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخر: قيئي فقاءت من قيح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وافطرنا على ما حرم الله عليهما جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس.
العس: بضم العين وتشديد السين المهملتين القدح العظيم. العبيط: بفتح المهملة وموحدة وتحتا نية وطاء مهملة الطريء.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর গোলাম ওবায়দ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ দু'জন মহিলা রোযা রাখল। এক ব্যক্তি বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে। এখন পিপাসায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তাদেরকে ডেকে আন। তারা এলে একটি বড় পেয়ালা আনা হল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজনকে বললেন, এতে বমি কর।
সে পুঁজ, গোশত ও কিছু রক্ত বমি করল।
এতে পেয়ালা অর্ধেক ভরে গেল। অতঃপর অপরজনকেও বমি করতে বললেন। সে-ও পুঁজ, গোশত ও রক্ত বমি করল এবং পেয়ালা ভরে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ এরা উভয়েই আল্লাহর হালাল করা বস্তু খেয়ে রোযা রেখেছে এবং হারাম করা বস্তু দিয়ে ইফতার করেছে। তারা পাশাপাশি বসে মানুষের গোশত খেয়েছে; অর্থাৎ গীবত করেছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ভবিষ্যদ্বাণী

হাদিস ২২:

اخرج مسلم، عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يكون حتى تقوم الساعة.

হযরত হুযায়ফা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিতব্য বিষয়সমূহের সংবাদ প্রদান করেছেন।

হাদিস ২৩:

واخرج الشيخان من وجه آخر عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فيه شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وأنه ليكون منه الشيء قد كنت نسيته فأراه فانكره كما يدخل الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم إذا راه عرفه.

অন্য সনদে হুযায়ফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদের মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইসব বিষয় বর্ণনা করলেনঃ যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংগঠিত হবে।
যে স্মরণ রেখেছে, সে স্মরণ রেখেছে, আর যে ভুলে গেছে, সে ভুলে গেছে। তাঁর বর্ণিত বিষয়সমূহের মধ্যে যখন আমি কোন একটি ভুলে যাই, তখন সেটি দেখা মাত্রই মনে পড়ে যায়, যেমন ভুলে যাওয়া মানুষ সামনে এলে মনে পড়ে যায়। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদিস ২৪:

واخرج مسلم، عن أبي زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فأحفظنا أعلمنا.

আবু যায়দ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে আরোহণ করে যোহর পর্যন্ত খোতবা দিলেন। মিম্বর থেকে নেমে তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন। এরপর আবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়াবলী বর্ণনা করলেন। যে অধিক মনে রাখতে পেরেছে, সে অধিক জ্ঞানী। [মুসলিম]

হীরা বিজিত হওয়ার খবর

হাদিস ২৫:

أخرج البخاري في (تاريخه)، والطبراني و البهقي و أبو نعيم، عن خرم بن أوس ابن حارثة بن لام قال: هاجرت إلى رسول صلى الله عليه وسلم منصرفه من تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي وهذه الشهباء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهبا معنجرة بخمار أسود، فقلت يا رسول الله : إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي لي. قال: هي لك، فلما كان زمن أبي بكر وفرغنا من مسيلمة أقبلنا إلى الحيرة فأول من تلقا نا حين دخلناها الشهباء بنت نفيلة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني خالد بن الوليد عليها با لبينة فأتيته بها وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشر الأنصاريين، فسلمها إلي فنزل إلينا أخوها يريد الصلح، فقال : بعنيها. قلت: لا انقصها والله من عشر مائة درهم فأعطاني ألف درهم، فقيل لي لو قلت مائت الف لد فعها اليك فقلت ماكنتم احسب ان عددا أكثر من عشر مائة

হযরত হাযীম ইবনে আউস ইবনে হারেছা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে হিজরত করলাম। তিনি বললেন : হীরা আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। আমি তা দেখতে পাচ্ছি।এই শায়মা বিনতে নফীলাকে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার দেখা যাচ্ছে, সে কাল ওড়না পরিহিত। আমি আরয করলাম : ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! যদি আমরা হীরা জয় করি এবং শায়মাকে তেমনি পাই, যেমন আপনি বললেন, তবে শায়মা আমার হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বল্লেন হাঁ তোমার হবে । অতপর হযরত আবুবকর এর খেলাফত কাল উপস্থিত হল আমরা মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান শেষ করে হিরায় উপস্থিত হলাম । তথায় সর্ব প্রথম আমরা শায়মা বিনতে নাফিশাহকে পেয়ে গেলাম । রাসুল (ﷺ) এর আগাম সংবাদ অনুযায়ী থাকে কাল উরনা পরা অবস্থায় খচ্ছরের উপর উপবিষ্ট দেখা গেল। আমি তাকে ধরে বল্লাম হুজুর (ﷺ) এই মহিলা আমাকে দান করেছেন। খালিদ ইবনে

ওলীদ এ বিষয়ে সাক্ষী পেশ করতে বললেন। আমি মুহাম্মদ ইবনে সালামাহ্ ও মুহাম্মদ ইবনে বিশত আনসারীকে সাক্ষীস্বরূপ পেশ করলাম। অতঃপর খালিদ শায়মাকে আমার হাতে তুলে দেন। এ সময় শায়মার ভাই এসে বল্ল তুমি তাকে আমার নিকট বিক্রয় করে দাও। আমি বললাম এর মূল্যে এক হাজারের কম নেব না। সে আমাকে হাজার দেরহামই দিল । লাকেরা বলল যদি তুমি এক লাখ দেরহাম চাইতে, তা হলেও শায়মার ভাই তোমাকে তা দিয়ে দিত। আমি বললাম দশ শ'য়ের বেশী গণনা আমার জানাই ছিল না।

পারস্য রাজ ও রামে সম্রাটের বিলুপ্তির খবর

হাদিস ২৬:

اخرج الشيخان، عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله".

হযরত আবু হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, পারস্য রাজের বিলুপ্তির পর আর কোন পারস্যরাজ হবে না এবং কায়সর তথা রামে সম্রাটের বিলুপ্তির পর কোন রামে সম্রাট হবে না। সেই সত্তার কসম,যার কজায় আমার প্রাণ, তোমরা তাদের ধনভাণ্ডারকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদিস ২৭:

واخرج مسلم والبيهقي، عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم " لتفتحن عصابة من المسلمين كنوز كسرى التي في القصر الأبيض فكنت أنا وابي فيهم فأصابنا من ذلك ألف درهم".

হযরত জাবের ইবনে সামুরা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ মুসলমানদের একটি দল পারস্যরাজের শ্বেতপ্রাসাদর ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করবে। জাবের বলেন, যারা সেই ধনভাণ্ডার অবমুক্ত করেছিল, তাদের মধ্যে আমি এবং আমার পিতা ছিলাম। এতে আমরা এক হাজার দেরহাম অংশ পাই।

হাদিস ২৮:

والخرج البيهقي، عن الحسن أن عمر أتي بسواري كسرى فألبسها سراقة بن مالك، فبلغا منكبيه، فقال الحمد الله سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج قال الشافعي: وأنما البسهما سراقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: كأني بك قد لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه.

হযরত হাসান (رضي الله عنه) রেওয়ায়েত করেন যে,
পারস্য বিজয়ের পর যখন খলীফা হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর কাছে পারস্য রাজের হাতের বলয় আনা হল, তখন সুরাকা ইবনে মালেক উভয় বলয় পরে নিলেন, যা তার কাঁধ পর্যন্ত পৌছে গেল। এটা দেখে খলীফা বললেন আলহামদুলিল্লাহ,কেসরা ইবনে হরমুযের উভয় বলয় বনী মুদাল্লাজ গোত্রীয় বেদুঈন সুরাকা ইবনে মালেক এই বলদয় পরিধাণ করেছিলেন। কেননা,এক সময়ে তার হাতের কজির দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন? আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি পারস্যরাজের বলয়দ্বয় পরিধান করেছ। তার কোমরবন্ধ লাগিয়েছ এবং তার মুকুট মাথায় পরিধাণ করেছ।

হাদিস ২৯:

واخرج من طريق ابن عتبة، عن اسرائيل أبي موسى، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن مالك: " كيف بك إذا لبست سواري كسرى " قال: فلما أتى عمر بسواري كسرى دعا سراقة، فالبسه وقال :قل الحمد الله الذي سلبهما كسرى ابن هرمز والبسهما سراقة الأعرابي.

হযরত হাসান (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুরাকা ইবনে মালেককে বললেন, তুমি যখন পারস্য রাজের কংকন পরিধাণ করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে? সুতরাং খলীফা হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর কাছে পারস্যরাজের কংকন আনা হলে তিনি সুরাকাকে ডেকে কংকন পরিয়ে দিলেন এবং বললেন: বল, আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর তা'আলা কেসরা ইবনে হরমুযের কাছে থেকে কংকন ছিনিয়ে এনে সুরাকা বেদুঈনকে পরিয়ে দিয়েছেন।

হাদিস ৩০:

واخرج أبو يعلى والحارث بن اسامة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وابو نعيم، عن سفينة قال : لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد جاء ابو بكر مججر فوضعه، ثم جاء عمر مججر فوضعه، ثم جاء عثمان مججر فوضعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم " هؤلاء ولاة الأمر بعدي"..

হযরত সফীনা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের নির্মাণ শুরু করলে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) একটি পাথর বহন করে নিয়ে এলেন এবং সেটি স্থাপন করলেন। হযরত ওমর (رضي الله عنه)-ও একটি পাথর আনলেন এবং স্থাপন করলেন। অতঃপর হযরত উসমান (رضي الله عنه) একটি পাথর এনে স্থাপন করলেন।নবী করীম (ﷺ) বললেন : এরা আমার পরে শাষক হবে উসমান (رضي الله عنه) বহন করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করলেন : এই সাহাবীগণ আমার পরে খলীফা হবে।

হাদিস ৩১:

وأخرج الطبر اني وأبو نعيم، عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي إنك مؤمر مستخلف وأنك مقتول وإن هذه مخضوبة من هذه يعني لحيته من رأسه.

হযরত জাবের ইবনে সামরাহ (رضي الله عنه) বলেন,: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হযরত আলীকে বললেন : তুমি আমীর ও খলীফা হবে এবং নিহত হবে। তোমার দাঁড়ি তোমার মাথার রক্তে রঞ্জিত হবে।

হাদিস ৩২:

اواخرج الحاكم عن ثور بن مجزاة قال : مررت بطلحة يوم الجمل في اخر رمق فقال لي : ممن انت ؟ قلت من اصحاب امير المؤمنين على ، فقال ابسط يدك أبا يعك ، فبسطت يدي وبايعني وفاضت نفسه، فاتيت عليا فاخبرته ففقال الله اكبر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله ان يدخل طلحة الجنة الا وبيعتي في عنقه

হযরত ছওর ইবনে মাজহ (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন : জামাল যুদ্ধে আমি যখন তালহার কাছে গেলাম, তখন তার মধ্যে সামান্য প্রাণ স্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কোন্ দলের লোক? আমি বললাম আমি হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর সহচরগণের একজন। তালহা বললেনঃ হাত বাড়াও। আমি তোমার বায়াত করব। আমি হাত বাড়ালে তিনি বায়াত করলেন। সেই মুহূর্তে তার আত্মা দেহপিঞ্জর থেকে উড়ে গল। আমি ফিরে এসে এই ঘটনা হযরত আলীকে (رضي الله عنه) শুনালে তিনি বললেন : আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সত্য বলেছিলেন যে, আমার বায়াতের বেড়ি ঘাড়ে না নিয়ে তালহা জান্নাতে যাবে- এটা আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় নয়।

হাদিস ৩৩:

وأخرج ابن عساكر من طريق سهل بن ابي حثمة، عن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي أحد من شهد أحدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ما كانت كنبوة قط إلا تبعتها خلافة، ولا كانت خلافة

قط إلا تبعها ملك، كانت صدقة قط إلا صارت مكسا.

উহুদ যুদ্ধে শাহাদত বরণকারী আব্দুর রহমান ইবনে সহল আনসারী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ প্রত্যেক নবুওয়তের পরে খেলাফত ছিল। প্রত্যেক খেলাফতের পরে বাদশাহী (রাজতন্ত্র) জন্ম নিয়েছে এবং প্রত্যেক যাকাত খেরাজ তথা ট্যাক্স রূপ ধার করেছে।
হযরত সফীনা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ আমার উম্মতে ত্রিশ বছর খেলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র এসে যাবে। বলা বাহুল্য, চারটি খেলাফতের সময়কাল ছিল ত্রিশ।

হাদিস ৩৪:

وأخرج البهقي، عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة تكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها اذا شاء، ثم يكون ملك عضوض، ثم تكون جبرية ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذ شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فلما ولي عمر بن عبد العزيز ذكر له هذا الحديث وقيل له أن نرجو أن تكون بعد الجبرية، فسربه

হযরত হুযায়ফা (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ তোমরা নবুওয়তের সময়কালে জীবন যাপন করছ। আল্লাহ তা'আলা যতদিন চাইবেন, নবুওয়ত থাকবে। এরপর নবুওয়ত তুলে নেওয়া হবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন, এই খেলাফত অব্যাহত থাকবে। এরপর খেলাফত তুলে নেওয়া হবে এবং যুলুম ও অবিচারে পরিপূর্ণ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সময় অত্যাচার ও নিপীড়ন চলবে। যত দিন আল্লাহ চাইবেন, এই অত্যাচার বাকী থাকবে। এরপর খতম হয়ে যাবে এবং নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (رحمة الله) যখন খলীফা হলেন, তখন তাঁর কাছে এই হাদীস বর্ণনা করা হল। গুণীজনেরা তাকে বললেনঃ আমরা আশা করি এই খেলাফত আপনার খেলাফত। একথা শুনে তিনি উৎফুল্ল হলেন।

হাদিস ৩৫:

وأخرج ابن أبي شيبة في (مسنده) من طريق عبد الملك بن عمير، عن معاوية قال: مازلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معاوية إن ملكت فأحسن". وأخرج البيهقي، عن عبد الله بن عمير قال قال معاوية: والله ما حملني على الخلافة إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم " يا معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل" فما زلت إظن اني مبتلي بعمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমায়ের বর্ণনা করেনঃ হযরত মুয়া'বিয়া (رضي الله عنه) বলেনঃ একটি মাত্র বিষয় আমাকে খেলাফতের প্রতি উৎসাহিত করেছে। তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ (ﷺ) এই এরশাদ-হে মুয়া'বিয়া (رضي الله عنه), যদি তুমি শাসনকর্তা হও, তবে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। আমি সর্বদা ভাবতাম যে, আমি শাসনকার্যে নিয়োজিত হব। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একথা বলে দিয়েছেন।

হাদিস ৩৬:

وأخرج الطبراني، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعاوية " كيف بك لوقد قمصك الله قميصا يعني الخلافة فقالت ام حبيبة: نارسول الله وإن الله مقمص أخي قميصا قال نعم ولكن فيه هنات وهنات وهنات".

হযরত আয়েশা (رضي الله عنه) বর্ণনা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুয়া'বিয়া (رضي الله عنه)কে বললেন : আল্লাহ তা'য়ালা যদি তোমাকে জামা পরিধাণ করান, অর্থাৎ খেলাফত দান করেন, তবে তোমার কি অবস্থা হবে? উম্মে হাবীবা (رضي الله عنه) আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! আল্লাহ তা'আলা আমার ভাইকে জামা পরাবেন কি? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, অবশ্যই। কিন্তু এতে ভীষণ পরীক্ষা আছে। একথাটি তিনি তিনবার বললেন।

হাদিস ৩৭:

علي بن ابي طالب
واخرج عبد الله بن أحمد في (زوائد الزهد)، على علي بن ابي طالب قال: "لا تلعنوا بني أمية فأن فيهم أميرا صالحا " يعني عمر بن عبد العزيز

হযরত আলী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন,
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেছেন, বনু উমাইয়াকে অভিসম্পাত করো না। কেননা, বনূ উমাইয়ার মধ্যে একজন সাধু পুরুষ হবেন যিনি ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (رحمة الله)।

হাদিস ৩৮:

وأخرج أبو نعيم، عن ابن عباس قال: حدثني أم الفضل قالت: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنك حامل بغلام، فإذا ولدت فائتيني به قلت يارسول الله أني ذاك وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما قد اخبرتك قالت فلما ولدته اتيته به فاذن في أذنه اليمني واقام في اليسر والبأه . من ريقه وسماه عبد الله وقال إذهبي بأبي الخلفاء فأخبرت العباس فأتاه فذكر له فقال هو ما اخيرتك هذا أبو الخلفاء حتى يكون منهم السفاح حتى يكون منهم المهدي حتى يكون منهم من يصلي بعيسى عليه السلام.

ইমাম আবু নঈম (রহঃ) বর্ণনা করেনঃ
হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, উম্মুল ফল আমার কাছে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)- এর কাছে গেলে তিনি বললেনঃ তুমি একটি শিশুর জননী হবে। সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি আরয করলামঃ শিশু কিরুপে হবে, কোরায়শরা তাকে কসম খেয়েছে যে, তারা স্ত্রীদের কাছে যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ আমি তোমাকে যে খবর দিয়েছি, তাই হবে। মোটকথা, আমার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি শিশুর ডান কানে আযান দিলেন এবং বাম কানে একামত বললেন। অতঃপর তার মুখে আপন পবিত্র থুথু দিলেন। শিশুর নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। সবশেষে বললেনঃ খলীফাগণের পিতাকে নিয়ে যাও। আমি এই ঘটনা সম্পর্কে হযরত আব্বাসকে অবহিত করলাম। তিনি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) খেদমতে এসে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ- উম্মুল ফযল ঠিকই বলেছে। এই শিশু খলীফাগণের পিতা। সেই খলীফাগণের একজন সাফাহ এবং একজন মাহদী হবে। তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হবে, যে হযরত ঈসা (আঃ)-কে নামায পড়াবে। [আবু নঈম]

হাদিস ৩৯:

واخرج الزبير بن بكار في (الموفقيات)، عن علي بن ابي طالب أنه أوصى حين ضربه ابن ملجم فقال في وصيته " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يكون من اختلاف بعده، وأمرني بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين، واخبرني بهذا الذي أصابني واخبرني انه يملك معاية والبنه يزيد ثم يصر الي بنيمرون يتوارثو نها وان ١٠٥ الأم رصائر البني امية ثم الى بني العباس واراني اتربة التة يقتل بها الحسين

যুবায়র ইবনে বাক্কার বর্ণনা করেনঃ যে সময় ইবনে মুলজিম হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর উপর খুনীসুলভ হামলা করে, তখন হযরত আলী (رضي الله عنه) ওসিয়ত করেন যে, দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) আমাকে পরবর্তীকালের মতবিরোধ সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তিনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্মত্যাগী ও যালেমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে এই হামলা সম্পর্কেও খবর দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, মুয়া'বিয়া ও তার পুত্র ইয়াযীদ খেলাফত লাভ করবে। খেলাফত বনূ উমাইয়ার হাতে চলে যাবে। তারা একে উত্তরাধিকার স্বত্বে পরিণত করবে। এরপর আসবে বনি আব্বাস । দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) আমাকে সেই ভূখণ্ডও দেখিয়েছেন, সেখানে হুসাইনকে শহীদ করা হবে।

হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর শাহাদতের খবর

হাদিস ৪০:

اخرج ابن سعد وابن أبي شيبة، عن أبي الأشهب، عن رجل من مزينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عمر ثوبا فقال أجديد أم غسيل ؟ فقال : بل غسيل. فقال: يا عمر البس جديدا و عش حميدا وتوف شهيدا" مرسل. وقد أخرج أحمد وابن ماجة، عن ابن عمر مرفوعا مثله. وأخرجه البزار من حديث جابر مثله.

ইবনে সা'দ ইবনে আবিল আশহাব মুযায়না গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন : দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) হযরত ওমরের শরীরে এক পোশাক দেখে জিজ্ঞেস করলেনঃ এটা নতুন,না ধৌত করা? হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন ধৌত করা। দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বললেন ওমর, নতুন পোশাক পর প্রশংসনীয় জীবন যাপন কর এবং শাহাদতের মৃত্যু বরণ কর।

হযরত উসমান (رضي الله عنه)-এর শাহাদাতের খবর

হাদিস ৪১:

أخرج الشيخان، عن أبي موسى الأشعري "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ببئر اريس فجلس على قف البئر فتوسطه ثم دلى رجليه في البئر وكشف عن ساقيه فقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر فقلت على رسلك وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: هذا ابو بكر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة، فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في القف على يمينه ودلى رجليه، ثم جاء عمر فقلت هذا عمر يستأذن. قال: ائذن له وبشره بالجنة، فجاء حتى جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره ودلى رجليه، ثم جاء عثمان فقلت هذا عثمان يستأذن، فقال : ائذن له وبشره با لجنة على بلوى تصيبه، فدخل فلم يجد في القف مجلسا، فجلس وجاههم من شق البئر ودلى رجليه" قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাঃ হযরত আবু মূসা আশআরী (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন,
একবার দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) আরীস কূপের দিকে চলে গেলেন। তিনি কূপের বেড়াপ্রাচীরে বসে উভয় পা কূপের মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর উভয় পায়ের মোজা খুলে ফেললেন। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমার উচিত দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) এর দারোয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) এলেন। আমি তাকে বললাম আপনি থামুন। অতঃপর আমি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম আবু বকর (رضي الله عنه) এসেছেন, অনুমতি চান। তিনি বললেন তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আবু বকর (رضي الله عنه) এসে দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) -এর ডান দিকে বসে গেলেন। তিনিও আপন পদদ্বয় ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত ওমর (رضي الله عنه) এলেন। আমি আবার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ওমর(رضي الله عنه) এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চান। দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বললেনঃ তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও। হযরত ওমর (رضي الله عنه) এসে কূপের প্রাচীরের উপর দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) এর বামদিকে বসে গেলেন। তিনিও কূপের মধ্যে পা ঝুলিয়ে দিলেন। অতঃপর হযরত উসমান (رضي الله عنه)

এলে আমি তার খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলামঃ- উসমান (رضي الله عنه) এসেছেন এবং সাক্ষাতের অনুমতি চাইছেন। তিনি বললেনঃ-তাকে অনুমতি দাও এবং এই সুসংবাদ দাও যে, সে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও যাতানা সহ্য করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে।অতঃপর হযরত উসমান(رضي الله عنه)তার কাছে এলেন এবং ডানে-বামে স্থান না পেয়ে তার বিপরীত দিকে প্রাচীরে বসে পা ঝুলিয়ে দিলেন। সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেনঃ এই ঘটনার ব্যাখ্যা তাঁদের কবর, অর্থাৎ হযরত আবু বকর ও ওমর (رضي الله عنه) উভয়েই দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) সাথে সমাধিস্থ হবেন এবং হযরত উসমান (رضي الله عنه)-কে আলাদা জায়গায় দাফন করা হবে।
[বুখারী ও মুসলিম]

হাদিস ৪২:

وأخرج ابن أبي خيثمة في (تاريخه) وأبو يعلى البزار وأبو نعيم، عن أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط فجاءات فدق الباب فقال يا أنس : قم فافتح له وبشره بالجنة ويا الخلافة من بعدي، فاذا أبو بكر ثم جاء رجل فدق الباب فقال يا انس قم فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر، فاأذا عمر، ثم جاء رجل فدق الباب فقال افتح له وبشره بالخلافة من بعد عمر وإنه مقتول، فإذا عثمان ".

হযরত আনাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ আমি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) সঙ্গে বাগানে ছিলাম। কেউ এসে দরজায় খটখট আওয়াজ করল। দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বললেনঃ- আনাস, দরজা খুলে দাও, আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দাও এবং আমার পরে খলীফা হওয়ার সুখবর জানিয়ে দাও। আমি হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) কে দেখতে পেলাম।পুনরায় কেউ এসে খটখট আওয়াজ করল। দোজাহানের বাদশা নবী, (ﷺ) বললেনঃ- আনাস, যাও দরজা খুলে দাও। আগন্তুককে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বল যে, ওমরের (رضي الله عنه) পরে সে খলীফা হবে এবং তাকে হত্যা করা হবে। এরপর আমি হযরত উসমান (رضي الله عنه)-কে দেখতে পেলাম ।

হাদিস ৪৩:

واخرج أبو يعلى عن حفصة ام المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الى عثمان فقال له انك مقتول مستشهد فاصبر صبرك الله ولا تخلعن قميصا قمصكم الله . ثتتي عشرة سنة وسنة اشهر . فلما ادبر قال رسل الله صلى الله عليه وسلم صبرك الله فانك سوف تستشهد وتموت وأنت صائم وتفطر معى

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন : দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) হযরত উসমানকে (رضي الله عنه) ডেকে পাঠালে তিনি উপস্থিত হলেন। দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বললেনঃ তুমি নিহত ও শহীদ হবে, তাই সবর করবে। আল্লাহ যে পোশাক তোমাকে পরিধান করাবেন, তা বার বছর ছয় মাস পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু তুমি নিজে তা খুলে ফেলবে না। হযরত উসমান(رضي الله عنه) সেখানে থেকে ফিরে এলে দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) এই বলে দোয়া দিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে সবর দান করুন। তুমি সত্বরই রোযা অবস্থায় শহীদ হবে এবং আমার সাথে ইফতার করবে।

হাদিস ৪৪:

واخرج الحكم وصححه . عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهجمون على رجل معتجر ببردة يبايع الناس من اهل الجنة فهجمت على عثمن وهو معتجر ببردة حبرة يبايع.

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (رضي الله عنه) থেকে দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) এই উক্তি বর্ণিত আছে যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তি চাদরের পাগড়ী, বেঁধে মুসলমানদের কাছ থেকে বয়াত নেবে। তোমরা তার উপর আক্রমন করবে। সেই মতে যখন হযরত উসমান (رضي الله عنه)-এর উপর আক্রমণ হয়, যখন তিনি সবরের চাদর দিয়ে পাগড়ী বেঁধে বয়াত নিচ্ছিলেন।

হাদিস ৪৫:

وأخرج ابني منيع في (مسند) من طريق النعمان بن بشير ، عن نائلة بنت الفرافصة امراة عثمان قالت لما حصر عثمان ظل صائما ، فلما كان عند الافطار سألهم الماء العذب ، فمنعوه فبات ، فلما كان في السحر قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي على هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال : اشرب يا عثمان فشربت حتى رويت ، ثم قال ازدد فشربت حتى امتلات .

হযরত উসমান (رضي الله عنه) এর পত্নী নায়েলা বিনতে কারাকি বর্ণনা করেন- যখন হযরত উসমানের(رضي الله عنه) গৃহ অবরোধ করা হয়, তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। ইফতারের সময় তিনি পানি চাইলে অবরোধকারীরা পানি দিল না। পিপাসিত অবস্থায় তিনি রাত্রি অতিবাহিত করলেন।সেহরীর সময় তিনি বললেনঃ- রাসূলে করীম (ﷺ) এক বালতি পানি নিয়ে আমার কাছে এলেন। তিনি বললেনঃ উসমান পানি পান কর।আমি তৃপ্ত হয়ে পানি পান করলাম।অতঃপর তিনি বললেনঃ আরও পান কর। আমি আবার পান করলাম। অবশেষে আমার পেট ভরে গেল।

হযরত আলী (رضي الله عنه)-এর শাহাদাতের খবর

হাদিস ৪৬:

اخرج الحاكم وصححه، عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك ستضرب ضربة ههنا وضربة ههنا وأشار إلى صدغيه فيسيل دمهما حتى تخضب لحيتك " وله طرق كثيرة عن علي. - واخرج الحكم وصححه ابو نعيم عن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلى أشقى الناس الذي يضربك على هذه يعني قرنه حتى تبل هذه من الدم يعني لحيته، وورد مثله من حديث جابر بن سمرة وصهيب اخرجهما ابونعم ،

হযরত আলী (رضي الله عنه) এর বর্ণনাঃ রাসূলে করীম (ﷺ) বলেনঃ হে আলী তোমার এ স্থানে এবং এ স্থানে আঘাত করা হবে। (তিনি কানের দিকে ইশারা করলেন)। এ স্থানে থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে এবং তোমার দাঁড়ি রঞ্জিত হয়ে যাবে। আম্মার ইবনে ইয়াসির বর্ণনা করেন, দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) হযরত আলীকে বললেনঃ এক হতভাগা তোমার কানপট্রিতে তরবারি দিয়ে আঘাত করবে। ফলে তোমার দাঁড়ি রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। যুহরী বর্ণনা করেন : যে দিন সকালে হযরত আলী (رضي الله عنه) নিহত হন, বায়তুল মোকাদ্দাসে যে পাথরই উত্তোলন করা হয়, তার নীচে রক্ত পাওয়া যায়।

আরব উপদ্বীপে কখনও মূর্তিপূজা না হওয়ার খবর

হাদিস ৪৭:

واخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الشيطان قد ايس آن تعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم،

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন : দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বলেছেনঃ শয়তান এ বিষয়ে হতাশা হয়ে গেছে যে, আরব উপদ্বীপে নামাযীরা তার এবাদত করবে। কিন্তু শয়তান নামাযীদের উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

ওয়ায়েস কারনী (رضي الله عنه)'র খবর

হাদিস ৪৮:

اخرج مسلم، عن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا "أن رجل من أهل اليمن يقدم عليكم ولا يدع بها إلا أماله قد كان به بياض، فدعا الله أن يذهبه فاذهبه عنه إلا موضع الدينار يقال له أويس فمن لقيه منكم فليأمره فليستغفر له".

হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইয়ামেনের জনৈক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। ইয়ামেনে কেবল তার 'মা' থাকবে। তার শরীরে সাদা দাগ হবে। এটা দূর করার জন্যে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা এই সাদা দাগ দূর করে দেবেন। তবে এক দীনার পরিমাণ জায়গা সাদা থেকে যাবে। তার নাম হবে ওয়ায়স। কেউ তার সাথে দেখা করলে তার উচিত হবে তাকে দিয়ে নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করানো।

হাদিস ৪৯:

واخرج البيهقي من وجه آخر، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سيكون في التابعين رجل من قرن يقال له: أويس بن عامر يخرج به وضح فيدعو الله أن يذهبه عنه فيذهبه فيقول: اللهم دع لي في جسدي منه ما أذكر به نعمتك علي فيدع له في جسده فمن أدركه منكم فاستطاع أن يستغفر له فليستغفر له"

وأخرج ابن سعد والحاكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين، فقال : فيكم أويس القرني؟ قالوا : نعم. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" إن من خير التابعين أويس القرني ثم ضرب دابته فدخل فيهم". الخرج ابن سعد والحاكم من طريق أسير بن جابر، عن عمر أنه قال الأويس القرني: استغفر لي، قال: كيف استغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني

হযরত ওমর (رضي الله عنه) আরও বর্ণনা করেন যে,
দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বলেছেনঃ তাবেয়ীগণের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে কারনের অধিবাসী। তার নাম হবে ওয়ায়স ইবনে আমের। তার শরীরে সাদা দাগ দেবে। সে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে, যাতে আল্লাহ এই দাগ দূর করে দেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী রাখেন। সেইমতে আল্লাহ তাআল তার শরীরে সামান্য সাদা অংশ বাকী থাকতে দেবেন। তোমাদের কেউ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারলে সে যেন নিজের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করায়। আব্দুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা বর্ণনা করেন, আপনাদের মধ্যে ওয়াস কারনী আছে? লোকেরা বললঃ- হ্যাঁ। তিনি বললেন যে, তিনি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ)কে বলতে শুনেছে- ওয়ায়সকারনী শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী। এরপর তিনি আপন বাহিনীর মধ্যে দাখিল হয়ে গেল।

হযরত ওমর (رضي الله عنه) ওয়ায়স কারনীকে বললেনঃ আপনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন। ওয়ায়স কারনী বললেনঃ- আমি আপনার জন্যে কিরূপে মাগফেরাতের দোয়া করব? আপনি তো নিজে সাহাবী। হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেনঃ আমি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছিঃ ওয়ায়স কারনী নামক এক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম তাবেয়ী হবে।

রাফে ইবনে খদীজের শাহাদতের খবর

হাদিস ৫০:

اخرج الطيالسي وابن سعد البيهقي من طريق يحي بن عبد الحميد بن رافع قال: حدثتني جدتي أن رافعا رمى يوم احد أيوم حنين بسهم في ثندوته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، وان شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة إنك شهيد، فقال رافع يارسول الله إنزع السهم ودم القطبة، واشهد لي يوم القيامة إني شهيد فعاش بعد ذلك حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض ذلك الجرح فمات.

ইয়াহইয়া ইবনে আব্দুল হামিদ ইবনে রাফে (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, আমার দাদী আমাকে বলেছেন যে, উহুদ কিংবা হুনায়ন যুদ্ধে রাফে ইবনে খদীজের বুকে তীর বিদ্ধ হয়ে গেলে তিনি দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) কাছে এসে আরয

করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তীরটি টেনে নিন। দোজাহানের বাদশা নবী (ﷺ) বললেনঃ রাফে, তুমি চাইলে তীর এবং ফলা উভয়টি টেনে নেই, আর যদি চাও, তবে ফলাটি থাকবে এবং কিয়ামতের দিন তোমার শাহাদাতের সাক্ষ্য দেই।
রাফে বললেনঃ আপনি তীর টেনে নিন এবং ফলাটি থাকতে দিন, এরপর কিয়ামতের দিন আমার শাহাদতের সাক্ষ্য দিন।
রাফে এই ঘটনার পর দীর্ঘদিন জীবিত থাকেন এবং মুয়া'বিয়া (رضي الله عنه)-এর খেলাফতকালে তার ক্ষতস্থান বিদীর্ণ হয়ে যায়। ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু যর (رضي الله عنه) সম্পর্কিত খবর

হাদিস ৫১:

اخرج الحاكم وصححه والبهقي، عن أم ذر قالت: والله ماسير عشمان أباذر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ البناء سلعا فاخرج منها، فلما بلغ البناء سلعا وجاوز خرج أبو ذر إلى الشام"

واخرج الحاكم وأبو نعيم، عن أم ذر قالت: لما حضرت أباذر الوفاة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم " ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين" وليس من اولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل فابصري الطريق، فقلت إني وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق، فبينا أنا وهو كذلك، إذا أنا برجال على رحالهم فالحت. بثوبي فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي فحضروه وقاموا عليه حتى دفنوه.

আবু যর-পত্নী উম্মে যর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ হযরত আবু যর (رضي الله عنه)-কে খলীফা হযরত উসমান (رضي الله عنه) বহিষ্কার করেননি; বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বলেছিলেন শহরের আবাসিক গৃহ যখন সলা পাহাড় পর্যন্ত চলে যায়, তখন তুমি শহর ত্যাগ করবে। সেমতে আবাসিক এলাকায় সলা পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেলে আবু যর (رضي الله عنه) সিরিয়া চলে গেলেন।

হাদিস ৫২:

উম্মে যর (رضي الله عنه) থেকেই বর্ণিত আছে,
হযরত আবু যর (رضي الله عنه)'র ওফাত আসন্ন হয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি একদল লোক সম্পর্কে বলেছিলেন যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তিনি বললেন তোমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি জনশুন্য প্রান্তরে মারা যাবে। তার মৃত্যুর সময় একদল মুমিন উপস্থিত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যাদের সম্পর্কে একথা বলেছিলেন, তারা সকলেই বসতি এলাকায় ইন্তেকাল করে গেছেন। এখন জনশূন্য প্রান্তরে মৃত্যু বরণকারী আমিই রয়ে গেছি। তুমি পথের উপর দৃষ্টি রেখো। আমি বললামঃ এখন রাস্তায় কেউ নেই। হাজীগণ আমাদের অতিক্রম করে চলে গেছেন। কিছুক্ষণ পর আমি উটের পিঠে সওয়ার কিছু লোককে যেতে দেখলাম। আমি কাপড় নেড়ে নেড়ে তাদের আহব্বান করলাম। তারা এসে গেল এবং আবু যরের কাছে দাঁড়িয়ে গেল। তার ইন্তেকালের পর তারা তার দাফন কার্য সমাধা করে আপন পথে চলে গেলেন।

উম্মে ওয়ারাকাকে শাহাদাতের খবর প্রদান

হাদিস ৫৩:

اخرج ابو داود وابو نعيم، عن جميع وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري، عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: يارسول الله ائذن لي في الغزو معك لعل الله تعالى أن يرزقني شهادة. قال اقري في بيتك فان الله يرزقك الشهادة" فكانت تسمى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن ثم أنها دبرت غلاما لها وجارية، فقاما اليها من الليل فغماها بقطيفة حتى ماتت، وذلك في إمارة عمر

فأمر بهما فصلبا، فكانا أول مصلوب بالمدينة. وأخرجه ابن راهويه و ابن سعد البيهقي وابو نعيم من وجه آخر وزاد في آخره. فقال عمر: "صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول " انطلقوا نزور الشهيدة

উম্মে ওয়ারাকা বিনতে নওফেল (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, তখন আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমাকেও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দিন, যাতে আল্লাহ পাক আমাকে শাহাদত নসীব করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুমি এখানেই থাক । এখানেই তোমার শাহাদত নসীব হবে। উম্মে ওয়ারাকাকে মানুষ শহীদ বলত। তিনি কোরআন পাঠ করেছিলেন এবং একটি গোলাম ও একটি বাদীকে শর্তাধীনে মুক্ত করেছিলেন। সেই গোলাম ও বাদী উভয়েই এক রাতে আততায়ীর বেশে এসে তাকে গলাটিপে হত্যা করে। হযরত ওমর (رضي الله عنه)-এর খেলাফত কালে এ ঘটনা করা হলে তিনি বললেনঃ মুসলমানদে উপর থেকে ফেতনা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমি কোন শহরে বসবাস করব না।

আম্মার ইবনে ইয়াসিরের হত্যার খবর

হাদিস ৫৪:

اخرج الشيخان عن أبي سعيد ومسلم، عن أم سلمة وأبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار "تقتلك الفئة الباغية" هذا الحديث متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر كما بينت ذلك في الأحاديث المتواترة.

আবু সায়ীদ (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আম্মারকে বললেন তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল কতল করবে। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদিস ৫৫:

وأخرج البهقي وأبو نعيم، عن مولاة لعمار قالت: اشتكى عمار شكوى فغشي عليه فافق نحن نبكي حوله، فقال اتخشون أن أموت على فراشي. أخبر ني حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية و أن أخر ادمي من الدنيا مذقة من لبن".

বায়হাকী ও আবু নঈম আম্মারের বাঁদী থেকে বর্ণনা করনে, আম্মার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এরপর তার জ্ঞান ফিরে এল। আমরা তখন ক্রন্দন করছিলাম। তিনি বললেন : তোমরা মনে কর আমি শয্যাশায়ী হয়ে মারা যাব। না, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন : তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। দুনিয়াতে আমার সর্বশেষ খাবার হবে পানি মিশ্রিত দুধ। [বায়হাকী ও আবু নঈম]

হাদিস ৫৬:

وأخرج أحمد وابن سعد الطبراني والحاكم وصححه، والبهقي وأبو نعيم، عن أبي البختري أن عمار بن ياسر أتي يوم صفين بشربة من لبن، فضحك فقيل له : مم تضحك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " اخر شراب تشربه من الدنيا شربة لبن ثم تقدم فقتل واخرجه من اوجه اخرى عن عمار.

আবুল বুখতারী বর্ণনা করেনঃ ছিফফীন যুদ্ধের সময় আম্মার ইবনে ইয়াসিরের কাছে দুধ আনা হল। তিনি দুধ দেখে হাসতে লাগলেন। হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছিলেন-দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ পানীয় হবে দুধ। এরপর তিনি যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।

হাদিস ৫৭:

وأخرج الحاكم وصححه، عن حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار " تقتلك الفئة البغية تشرب شربة ضياح. تكون اخر رزقك من الدنيا".

হযরত হুযায়ফা বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আম্মারকে বললেন? তোমাকে একটি বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। তুমি পিপাসা পরিমাণে পানি মিশ্রিত দুধ পান করবে। এটাই হবে দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ রিযিক।

যায়দ ইবনে আরকামের অন্ধ হওয়ার খবর

হাদিস ৫৮:

اخرج البيهقي، عن زيد بن ارقم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعوده من مرض كان به فقال له "ليس عليك من مرضك بأس، ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت، قال: اذن احتسب فاصبر، قال: إذن تدخل الجنة بغير حساب فعمى بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله تعالى عليه بصره ثم مات"

যায়দ ইবনে আরকাম (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন? অসুস্থ অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) আমাকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন তোমার এ রোগ বিপজ্জনক নয়। কিন্তু আমি আশংকা করি যে, তুমি আমার পরে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্ধ হয়ে যাবে। আমি বললামঃ এজন্যে আমি আল্লাহর কাছে ছওয়াব আশা করব এবং ছবর করব। রাসূলুল্লাহ , (ﷺ) বললেনঃ এরূপ করলে তুমি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। রসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর ওফাতের পর যায়দ অন্ধ হয়ে যান, অতঃপর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে এবং এরপর ইন্তেকাল করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه)-এর অবস্থা

হাদিস ৫৯:

وأخرج ابونعيم، عن ابن عباس قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب بيض وهو يناجي دحية وهو جبريل، وأنا لا أعلم فلم أسلم، فقال جبريل، ما اشد وضح ثيابه أما أن ذريته ستسود بعده لو سلم رددت عليه، فلما رجعت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : " ما منعك أن تسلم؟ قلت: رأيتك تناجي دحية الكلبي، فكرهت أن اقطع عليكما. قال : ورأيته؟ قلت: نعم. قال: أما أنه سيذهب بصرك ويرد عليك في موتك " قال عكرمة : فلما قيض ابن عباس ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح فدخل في اكفانه فلم يرده فقال عكرمة: هذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال له فلما وضع في لحده تلقي بكلمة سمعها على شفير قبره: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك رضية • فادخلي في عبادي • ودخلي جنتي•

ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বর্ণনা করেনঃ
আমি সাদা পোশাক পরিহিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাছে গেলাম। তিনি দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলছিলেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে জিবরাঈল ছিলেন। কিন্তু আমি জানতাম না। আমি সালাম করলাম না। জিবরাঈল বললেনঃ তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর সালাম করলম না । জিবরাঈল বললেন তার কাপড় সাদা। কিন্তু তার বংশধর কাল পোশাক পরবে। সে সালাম করলে আমি জওয়াব দিতাম। আমি যখন ফিরে এলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি সালাম করলে না কেন? আমি বললামঃ আমি আপনাকে দেহইয়া কালবীর সাথে কথা বলতে দেখে কথাবার্তায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা সমীচীন মনে করলাম । রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি তাকে দেখেছ? আমি বললামঃ জী হ্যাঁ তিনি বললেনঃ শেষ বয়সে তোমার দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে এবং মৃত্যুর সময় ফিরে আসবে। ইকরামা বলেন? যখন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ওফাত হয় এবং তাকে কাটিয়ায় রাখা হয়, তখন একটি সাদা পাখী এসে তার কাফনে ঢুকে যায়, যা আর বাইরে আসেনি।

উম্মতের ৭৩ ফির্কা হওয়ার খবর

হাদিস ৬০:

اخرج البيهقي والحاكم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " افترق اليهود على أحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة .وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة:

اخرج الحاكم والبيهقي عن معوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة, يعني الأثواء. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ويجرج في أمتي أقوام تتجارى تلك الأهواء . بهم كما يتجاري الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله.

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه)-এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ ইহুদীদের একাত্তর কিংবা ৭২ ফির্কা হয়েছে, খৃস্টানদেরও তাই হয়েছে। আমার উম্মত ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে।

হাদিস ৬১:

হযরত মুয়া'বিয়া (رضي الله عنه)-এর বর্ণনাঃ
রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ গ্রন্থধারীরা তাদের ধর্ম কর্মে ৭২ ফির্কা হয়ে গেছে। এই উম্মতও ৭৩ ফির্কায় বিভক্ত হয়ে যাবে। তারা খেয়ালখুশীর পূজারী হয়ে যাবে। সকলেই দোযখী হবে একটি ফির্কা ছাড়া। তারা জাহান্নমী হবে না। তারা হচ্ছে আমার অনুসারী একতা বদ্ধ দল। আমার উম্মতের মধ্যে এমন সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করবে, যারা খেয়াল খুশীর অনুসরণে অতীত সম্প্রদায় সমূহের অনুগামী হবে, যেমন কুকুর তার প্রভুর অনুগামী হয়। এই উম্মতের এমন কোন শিরা ও গ্রন্থি থাকবে না, যেখানে খেয়ালখুশী প্রবিষ্ট না হবে।

হাদিস ৬২:

واخرج البيهقي، والحاكم، عن ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يأتي على أمتي ما أتى على بني اسرائيل جذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله. إن بني اسرائيل افترقوا على احدى وسبعين ملة، وتعترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قل ما هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي".

ইবনে ওমর (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, বনী ইসরাঈলের উপর যে দশা এসেছে, আমার উম্মতও হুবহু সেই দশার সম্মুখীন হবে। বনী ইসরাঈলের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যিনা করে থাকলে আমার উম্মতের মধ্যেও তদনুরূপ হবে। তাদের মধ্যে একাত্তর ফির্কা হবে, আর আমার উম্মতে হবে ৭৩ ফির্কা। একটি ছাড়া সকল ফির্কাই দোযখে যাবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেনঃ সেই একটি ফির্কা কোনটি? তিনি বলেন,আমি ও আমার সাহাবীরা যে তরীকায় আছে সে তরীকা অনুসারী ফির্কা।

খারেজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের খবর

হাদিস ৬৩:

وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذا أتاه ذو الخويصرة، فقال يا رسول الله اعدل قال : " ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قال عمر يا رسول الله: ائذن لي فيه اضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعه فإن له أصحابا يحقر أحد كم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. يقرأون القران، لا

يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ايتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المراة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على خير فرقة من الناس".
قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن علي بن أبي طلب قاتلهم، وأنا معه وأمر بذلك الرجلفالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت اليه على نعت الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته.

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (رضي الله عنه) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কোন বস্তু মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করছিলেন। এমন সময় যুল-খুয়ায়সেরা সেখানে এসে বললঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! ন্যায়বিচার করুন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ তুই ধ্বংস হ। আমি ন্যায়বিচার না করলে কে করবে? হযরত ওমর (رضي الله عنه) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন। আমি এর গর্দান উড়িয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ওমর একে ছাড়। এর অনেক সঙ্গী-সাথী হবে। তোমাদের এক ব্যক্তি তাদের নামাযের সামনে নিজের নামাযকে তুচ্ছ জ্ঞান, করবে এবং তাদের রোযার সামনে নিজের রোযাকে নগণ্য মনে করবে। তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, যেমন তীর ধনুক থেকে দূর হয়ে যাব। তাদের চিহ্ন এই হবে যে, এক ব্যক্তি হবে কাল বর্ণের। তার বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংসপিণ্ডের মত হবে। তারা সর্বোত্তম মানব দলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে। আবু সাঈদ বলেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আমি এই হাদীস রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে শুনেছি। আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, হযরত আলী ইবনে আবী তালেব তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। তিনি কথিত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাকে যখন তালাশ করে আনা হল, তখন আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেমনটি বলেছিলেন, সে তেমনই। [বুখারী ও মুসলিম]

হাদিস ৬৪:

واخرج مسلم عن عبيدة قال : لما فرغ علي من أصحاب النهر قال: ابتغوا فيهم إن كانوا القوم الذين ذكريهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان فيهم رجلا مجدج اليد فابتغيناه فوجدناه، فدعوناه أليه فجاء حتى قام عليه، فقال: الله اكبر ثلاثا، والله لو لا أن تبطروا لحدثتكم بما قضى الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمن قتل هؤلاء.. قلت : انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرى الكعبة ثلاث مرات.

ইমাম মুসলিম (রহঃ) হযরত আবু ওবায়দা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেনঃ যখন হযরত আলী (رضي الله عنه) খারেজীদের সাথে যুদ্ধ সমাপ্ত করলেন, তখন বললেনঃ খোঁজ নিয়ে দেখ, যদি এরা সেই দলই হয়, যাদের কথা রাসূলুল্লাহ(ﷺ) বলেছিলেন, তবে তাদের মধ্যে একজন অসম্পূর্ণ হাতবিশিষ্ট ব্যক্তি থাকবে। আমরা খোঁজ নিয়ে তাকে পেয়ে গেলাম। হযরত আলী (رضي الله عنه) তাকে দেখে তিনবার আল্লাহু আকবার বললেন। অতঃপর বললেনঃ তোমরা শুনে স্পর্ধা দেখাবে এবং অহংকার করবে এরূপ আশংকা না থাকলে আমি সেই গোপন কথাটি বলে দিতাম, যা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছিলেন, যে খারেজীদেরকে হত্যা করেছে। আমি হযরত আলীকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি এসম্পকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কাছ থেকে কিছু শুনেছেন? তিন তিন বার বললেনঃ ক'বার কসম, আমি শুনেছি। [মুসলিম]

হযরত মায়মুনা (رضي الله عنه)-এর ইন্তেকালের খবর

হাদিস ৬৫:

اخرج ابن أبي شيبة والبيهقي، عن يزيد بن الأصم قال: ثقلت ميمونة بمكة، فقالت: أخرجوني من مكة، فإني لا أموت بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها فماتت .

ইয়াযীদ ইবনুল আসিম বর্ণনা করেন, হযরত মায়মূনা (رضي الله عنه) মক্কায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি বললেনঃ আমাকে মক্কার বাইরে নিয়ে যাও। মক্কায় আমার মৃত্যু হবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বলেছেন যে, আমি মক্কায় মরব না। সুতরাং লোকেরা তাকে বহন করে "সরফ" নামক স্থানে সেই বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেল, যার নীচে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বিয়ে করে এনেছিলেন। সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়।

আবু রায়হানার ঘটনা

হাদিস ৬৬:

" اخرج محمد بن الربيع الجيزي في (كتاب من دخل مصر من الصحابة)، عن ابي ريحانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف انت يا أبا ريحانة يوم تمر على قوم قد صبروا.دابة فتقول أن رسولالله صلى الله عليه وسلم قدنهى عن هذا فيقولون أقرألنا الآية التي انزلت فيها فمر على قوم يصبرون دجاجة فنها هم فقالوا أقرألنا الآية التي انزلت فيها ، فقال :صدق الله ورسوله.

আবু রায়হানা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বললেনঃ আবু রায়হানা, সে দিন তোমার কি অবস্থা হবে, যে দিন তুমি একদল লোকের কাছ দিয়ে গমন করবে, যারা তাদের গবাদি পশুকে ঘাসপানি ছাড়াই বেঁধে রাখবে? তুমি তাদেরকে বলবে এরূপ করতে রসূলুল্লাহ (ﷺ) নিষেধ করেছেন। তারা বলবে তুমি এ সম্পর্কে কোরআনের কোন আয়াত পেশ কর। সেমতে পরবর্তীকালে আমি একদল লোকের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, তারা একটি মুরগীকে দানাপানি ছাড়াই বেঁধে রেখেছে। আমি তাদেরকে নিষেধ করলে তারা বললঃ এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত পেশ কর। এতে আমার বুঝতে লাকী রইল না যে, এরাই সেই লোক, যাদের সম্পর্কে (ﷺ) বলেছিলেন।